জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – জুন/০৩

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* মাওবাদী যোদ্ধাদের ওপর পর্যবেক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায়কে স্বাগত জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব
* শিশু পাচার রোধে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণে ইউনিসেফের আহ্বান
* আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নীতিমালা কার্যকর করায় জাতিসংঘ সংস্থার প্রশংসা
* সাবেক মহাসচিব কূর্ট ওয়াল্ডহেইমের মৃত্যুতে বান কি মুনের শোক প্রকাশ
* আইভরিকোস্টে কর্মরত বাংলাদেশের ২৫০ পুলিশ সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পুরস্কারে ভূষিত

মাওবাদী যোদ্ধাদের ওপর পর্যবেক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায়কে স্বাগত জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব

১৯ জুন– মহাসচিব বান কি মুন আজ মাওবাদী গেরিলা বাহিনীতে শিশুদের না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে নেপালে জাতিসংঘ মিশনের (ইউএনএমআইএন) দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ শুরুকে স্বাগত জানিয়েছেন। মহাসচিবের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে এ কথা জানান ।

বিবৃতিতে বান কি মুন বলেন, ‘অস্ত্র ও অস্ত্রধারীদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণের এ চুক্তি বাস্তবায়নের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।’

নেপালে জাতিসংঘ মিশন (ইউএনএমআইএন) মাওবাদী বাহিনীতে নাম লেখানো সদস্যদের বয়স ২০০৬ সালের ২৫ মে’র আগে ১৮ বছরের বেশি ছিল কিনা এবং নির্ধারিত এ সময়ের আগে তারা মাওবাদী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল কিনা তা নিশ্চিত করতে প্রত্যেকের বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে দেখবে। জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) নিবন্ধন কর্মকর্তারা এ কার্যক্রমে অংশ নেবেন।

ইউএনএমআইএনে–এর দলগুলো ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে প্রথম পর্যায়ে অস্ত্র ও অস্ত্রধারীদের নাম নিবন্ধন করেছিল। তখন জাতিসংঘের ২৪ ঘন্টার পর্যবেক্ষণের আওতায় ৩০ হাজার ৮৫০ মাওবাদী যোদ্ধার নাম লেখা এবং দুই হাজার ৮৫৫ অস্ত্র জমা নেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণ কর্মসুচির আওতায় নেপালি সেনাবাহিনীরও সমসংখ্যক অস্ত্র জমা নেওয়া হয়।

ইউএনএমআইএন সুত্রমতে, মাওবাদী যোদ্ধা হিসেবে নাম লেখানো প্রত্যেকের আলাদা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই যাচাই প্রক্রিয়া চালানো হবে। প্রধান সাতটি সেনানিবাসের প্রত্যেকটিতে একে একে এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে।

বান কি মুন আবারও ‘চলতি বছরের শেষের দিকে নেপালে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সব পক্ষের সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।’

শিশু পাচার রোধে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণে ইউনিসেফের আহ্বান

১৬ জুন– জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) আজ আফ্রিকার শিশু দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার, জনগণ ও পরিবারের প্রতি শিশু পাচার রোধে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছে।

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক অ্যান এম ভেনেম্যান বলেন, ‘বিশ্বে প্রতি বছর আনুমানিক ১০ লাখ ২০ হাজার শিশু পাচার হয়। শিশুরা যৌনপল–ীতে, শিশুযোদ্ধা হিসেবে সশস্ত্র গোষ্ঠীতে পাচার হয়ে যাচ্ছে। তাদের দিয়ে সস্তা বা বিনামুল্যের শ্রমিক এবং গৃহপরিচারক–গৃহপরিচারিকা বা ভিক্ষুকের কাজ করানো হয়।’

পাচারের মাধ্যমে শিশুদের সহিংসতা, যৌন নির্যাতন, চরম অবহেলা ও এইচআইভি সংক্রমণের শিকার হওয়ার কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য শিশু অধিকার লঙ্ঘন ঠেকাতে হবে।

ইউনিসেফ মানব পাচারকারী চক্রের হোতাদের শাস্তির আহ্বান জানিয়েছে। মানব পাচারের মাধ্যমে প্রতি বছর আনুমানিক ৯৫০ কোটি মার্কিন ডলারের লেনদেন হয় এবং এর ফলে অন্যান্য অপরাধমুলক কর্মকান্ড সংঘটিত হয়।

ইউনিসেফ বলছে, এ অপরাধের পেছনে যেসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয় কাজ করে সেগুলো মোকাবিলায় সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। দারিদ্র্যের মুলে গেঁড়ে বসেছে এ অপরাধ। প্রায়ই শিশুদের বিদেশে বা দেশের ভেতরকার শহরগুলোতে ভালো চাকরির লোভ দেখানো হয়। বাস্তবে তাদের 'পণ্য হিসেবে বিক্রি করা হয়'। তাদেরকে প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করতে হয় এবং অনেক শিশুকে মার-ধরসহ নানা শারীরিক নির্যাতন ও মালিকদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

দিবসটি পালন উপলক্ষে জাতিসংঘের শিশু ও সশস্ত্র সহিংসতা বিষয়ক বিশেষ দুত রাধিকা কুমারাস্বামী বলেন, কঙ্গোয় ১৩ বছর বয়সী এক ছাত্রীর সাথে তার দেখা হয়েছিল যাকে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী স্কুলে যাওয়ার পথে অপহরণ শেষে গণধর্ষণ করে। পরে তাকে দেশটির পুর্বাঞ্চলে আটকে রেখে দুই বছরের বেশি সময় যৌন দাসীর কাজ করতে বাধ্য করে।

আটক থাকা অবস্থায় ওই ছাত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এখন সে আবার স্কুলে যাচ্ছে। আর একটি শিশু সেবাকেন্দ্রে রাখা হচ্ছে তার সন্তানকে। তবে কুমারাস্বামী বলেন, তাকে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে নির্বাক হয়ে থাকে। বিশেষ দুত বলেন, 'তার নির্বাক হয়ে থাকা ও তার জীবনের কাহিনী আমার জানামতে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা।'

সহিংসতায় পঙ্গু হওয়া আফ্রিকার অপর এক শিশুর কথা উলে-খ করে বিশেষ দুত সিয়েরা লিওনের সাবেক এক শিশুযোদ্ধার নির্মম কাহিনী বর্ণনা করেন। 'অশুভ আত্মার টানে' সে এলাকা ছেড়ে গিয়ে আবারও লাইবেরিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে যোগ দেয়। পরে সে আইভরিকোস্টে ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে কাজ করে। বিশেষ দুত জানান, এখন সেখানে শান্তি ফিরে আসায় সে সিয়েরা লিওন ত্যাগ করে। তার ভাষায়: ' আমি যা সবচেয়ে ভালো জানি সেটা হচ্ছে কিভাবে লড়াইয়ে ভালো করতে হয় এবং একজন যোদ্ধা হতে হয়।'

কুমারাস্বামী বলেন, আদালতে এখন লাইবেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট চার্লস টেলর ও কঙ্গোর যোদ্ধা থমাস লুবানার বিচার চলছে। তিনি বলেন, অপরাধের দায়মুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-ই হচ্ছে শিশু নির্যাতন বন্ধ করার মুলমন্ত্র।

তিনি বলেন, 'শিশুদের সুরক্ষিত থাকার অধিকার রয়েছে। শিশু নির্যাতনের ঘটনা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, অবশ্যই দায়মুক্তির অবসান ঘটাতে হবে।'

১৯৭৬ সালের এই দিনে হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ স্কুলশিশু উন্নত শিক্ষার দাবিতে সোয়েটোর রাস্তায় নেমে আসে। ওই সময় দুই সপ্তাহব্যাপী বিপ-ব ঘটে যায়। এতে একশর বেশি লোক নিহত ও কয়েক হাজার আহত হয়। ওই দিনটির স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর ১৬ জুন আফ্রিকার শিশু দিবস পালিত হয়।

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নীতিমালা কার্যকর করায় জাতিসংঘ সংস্থার প্রশংসা

১৫ জুন- স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশ্বকে আরও নিরাপদ করে গড়ে তুলতে জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা আজ বেশ কিছু নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 'ঐতিহাসিক' ঘোষণা দিয়েছে। এতে পরিবহন, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বাধা হ্রাস করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংশোধিত আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নীতিমালা 'আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের অগ্রগতি।'
অধিকার, বাধ্যবাধকতা ও প্রক্রিয়া নির্ধারণের নতুন কর্মপরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে আইনগত বাধ্যবাধকতার এ চুক্তি আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তায় উলে-খযোগ্য অবদান রাখবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক শুল্ক ও বাণিজ্যে

অপ্রয়োজনীয় বাধা দুর হবে।

২০০৫ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে এ নীতিমালা সংক্রান্ত চুক্তির পর সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তাদের জাতীয় সক্ষমতা মুল্যায়ন ও কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য দুই বছর সময় দেওয়া হয়। ২০০৭ সালের ১৫ জুন এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার আগে পুর্বশর্ত পুরণের জন্য তাদেরকে এ সময় দেওয়া হয়।

কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে এ নীতিমালা মানব ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সিভিয়ার একিউট রেসপাইরেটরি সিনড্রমসহ (সার্স) দ্রুত এক দেশ থেকে অন্য দেশে সংক্রমণযোগ্য রোগের হুমকি চিহ্নিতকরণ, মুল্যায়ন, যাচাই ও মোকাবিলায় সব দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ফ্লু'র সদৃশ রোগ সার্সে ২০০২-২০০৩ সালে নয় মাসের বেশি সময়ে আট হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়। এদের প্রায় ১০ শতাংশই মারা গেছে। চীনসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশে এ ঘটনা বেশি ঘটেছে।

রাসায়নিক দ্রব্য উপচে পড়ে, ছিদ্র দিয়ে নির্গত হয়ে এবং জমা করার ফলে বা পরমাণু দব্য গলে জনস্বাস্থ্যের প্রতি মারাত্বক হুমকি সৃষ্টি করতে পারে যাতে একাধিক দেশের মানুষ আক্রান্ত হতে পারে।

হু'র মহাপরিচালক ড. মারগারেট চান বলেন, 'সার্স আমাদের সবাইকে সজাগ করে দিয়েছে। আমাদের ধারণার চেয়েও দ্রুত গতিতে এটি ছড়িয়ে পড়েছে এবং কেবল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জোরালো সহযোগিতার মাধ্যমেই তা সীমিত রাখা গেছে। ওই সব দেশ নতুন এ রোগের মহামারি আকার ধারণ ঠেকিয়ে দিয়েছিল।'

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানের সবচেয়ে বড় হুমকি ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ। এ সংক্রমণ এখনো মহামারি আকার ধারণ করেনি। তবে এ নীতিমালা বাস্তাবায়ন বিশ্বকে সম্ভাব্য মহামারি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে সাহায়তা করবে।

হু বলছে, ইতিমধ্যেই তারা জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি গুরুত্বপুর্ণ রোগ মোকাবিলায় উন্নত ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে। তারা জেনেভায় সংস্থার সদর দপ্তর ও বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে কৌশলগত কার্যক্রম কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সমস্যা মোকাবিলায় এ কেন্দ্রগুলো ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে।

এছাড়াও হু বিশ্বব্যাপী মহামারি সতর্কতা ও মোকাবিলা নেটওয়ার্ক জোরদারের জন্য সংস্থার অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। এ নেওয়ার্কের মাধ্যমে জরুরি রোগ মোকাবিলায় বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয় করা হয়।

আরও অগ্রগতি হিসেবে হু চলতি সপ্তাহের প্রথমদিকে ঘোষণা দেয়, বিশ্বব্যাপী এইচ৫এন১ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বা বার্ড ফ্লুর প্রতিষেধক মজুদ সৃষ্টির ভবিষ্যত পরিকল্পনার লক্ষ্যে তারা প্রতিষেধক প্রস্তুতকারক কোম্পানির সঙ্গে একত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

গত মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে হু'র প্রতি আন্তর্জাতিক প্রতিষেধক মজুদ তৈরির আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘোষণা দেওয়া হলো।
হু আন্তর্জাতিক ওষুধ কোম্পানি গ-্যাক্সোস্মিথক্লিনের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। এ কোম্পানিটি ঘোষণা করেছে যে, তারা বিশ্বব্যাপী প্রতিষেধক মজুদে অবদান রাখবে। হাঙ্গেরির ওর্মনিনভেস্ট, বাক্সটার ও সোনোফি পাস্টিউরও বেশ কিছু এইচ৫এন১ প্রতিষেধক সহজলভ্য করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছে।

ড. চান প্রতিষেধক প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলোকে তাদের অবদানের জন্য স্বাগত জানিয়েছেন। এ ঘটনাকে তিনি 'বিশ্বের সহায়তায় আন্ত র্জাতিক সম্পদ তৈরি, বিশেষ করে বড় ধরনের মহামারি দেখা দিলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তার ক্ষেত্রে আরেকটি উলে-খযোগ্য অগ্রযাত্রা' হিসেবে উলে-খ করেন।

সাবেক মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের মৃত্যুতে বান কি মুনের শোক প্রকাশ

১৪ জুন– মহাসচিব বান কি মুন আজ জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। অস্ট্রিয়ার সাবেক এ প্রেসিডেন্ট ৮৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

বান কি মুনের মুখপাত্রের জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, জাতিসংঘের চতুর্থ মহাসচিব হিসেবে ওয়াল্ডহেইম ১৯৭২-১৯৮১ সাল পর্যন্ত সংস্থার গুরুত্বপুর্ণ মুহূর্তে জাতিসংঘ প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বান কি মুন ওয়াল্ডহেইমের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি অস্ট্রিয়ার সরকার ও জনগণের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে ওয়াল্ডহেইম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও দু'বার জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধিসহ অস্ট্রিয়ার বেশ কিছু শীর্ষ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদে আসীন ছিলেন।

আইভরিকোস্টে কর্মরত বাংলাদেশের ২৫০ পুলিশ সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পুরস্কারে ভুষিত

বোয়াক, ১৮ জুন– আইভরিকোস্টে ইয়ামোসোকরোতে কর্মরত বাংলাদেশের ২৫০ জন পুলিশ সদস্যকে সোমবার জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। বোয়াকে বাংলাদেশি ব্যাটালিয়নের (ব্যানব্যাট) সদর দপ্তরে ওই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়।

আইভরিকোস্টে জাতিসংঘ পুলিশের (ইউএনপোল) ভারপ্রাপ্ত প্রধান পিয়েরে-আন্দ্রে ক্যাম্পপিচের পক্ষে বিভাগীয় পুলিশ ইউএনপোলের ওয়েল এ মোটে জাতিসংঘের ওই পুরস্কার তুলে দেন।

ইউএনপোলের বিভাগীয় কমিশনারের পাশাপাশি বাংলাদেশি পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) নুর মোহাম্মদ ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আইভরিকোস্ট সফরে গিয়ে নুর মোহাম্মদ পুরস্কারপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এ পুরস্কার আইভরিকোস্টসহ সারাবিশ্বে শান্তি রক্ষার কাজে তাদের অবদানের জন্য জাতিসংঘের স্বীকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।"

অনুষ্ঠানে নুর মোহাম্মদ জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের আবারও আশ্বস্ত করেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অন্যতম বৃহৎ সেনা সরবরাহকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এ বিশ্ব সংস্থাকে সমর্থন দেওয়া অব্যাহত রাখবে।

জাতিসংঘ সনদের ১৫২৮ ধারা গৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইভরিকোস্টে জাতিসংঘ মিশনের (ও.এন.ইউ.সি.আই.) কার্যক্রম শুরু করে। ওই বছরের এপ্রিলে শান্তিরক্ষা মিশন সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ২০০৩ সালে দেশটির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতার দায়িত্ব দেয়া হয় ও.এন.ইউ.সি.আই.কে.।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ২৫০ পুলিশ সদস্য ছাড়াও আইভরিকোস্টে বাংলাদেশের দুই হাজার সাতশ'র বেশি সেনা মোতায়েন রয়েছে। একই সময়ে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নয় হাজার ছয়শ'র বেশি সেনা ও পুলিশ সদস্য কাজ করছেন। আইভরিকোস্টে ছাড়াও আফগানিস্তান,গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো,ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া, জর্জিয়া, কসোভো,লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন, সুদান, পুর্বতিমুর ও পশ্চিম সাহারায় বাংলাদেশি পুলিশ ও সেনা সদস্য মোতায়েন রয়েছে।

** ** **